Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

রবিবার the ২৭ day of নভেম্বর **, ২০২২**

Misc Pre-emtion Case No. ৪৯ / ২০২১

ফজল আহমদ এর মৃত্যুতে ওয়ারীশ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোঃ কামাল উদ্দিনস সহ অন্যান্য গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৯/০৯/২০১৯ খ্রিঃ, ০২/০১/২০২০ খ্রিঃ, ০১/০২/২০২২ খ্রিঃ, ২৫/০৭/২০২২ খ্রিঃ; ; ১৮/০৯/২০২২ খ্রিঃ; ০৮/১১/২০২২ খ্রিঃ ও ২০/১১/২০২২ খ্রিঃ ।

In presence of

জনাব এ,কে এম শাহজাহান উদ্দীন -----Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মুকুল কান্তি দেব --Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা **SAT Act 1950** এর ধারা ৯৬ এর অধীন অগ্রক্রয়ের প্রার্থনায় আনীত একটি মিস মোকদ্দমা।

১) ২ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিগত ২৯/০১/১৯৭৪ ইং তারিখের ৫৪৭ ও ৫৪৮ নং রেজিষ্ট্রিকৃত হেবানামা দলিল মুলে তফসিল বর্নিত ভুমি ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর হস্তান্তরের ঘটনায় প্রার্থীপক্ষ গত ২২/০৮/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে **রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ধারা ৯৬** এর অধীন অগ্রক্রয়ের প্রার্থনায় অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

২) প্রার্থীপক্ষ তর্কিত কবলার পণমূল্য বাবদ (৫০০ + ১০০০) = ১৫০০/ টাকা এবং আইন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ বাবদ (৫০ +১০০) = ১৫০/- টাকা সহ সর্বমোট ১৬৫০/- টাকা চালান মূলে (যাহার নম্বর -- তারিখ ২২/০৮/১৯৭৪ ইং) জমা প্রদান পূর্বক অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেছেন।

৩) মামলাটি গত ২২/০৮/১৯৭৪ ইং তারিখে বিজ্ঞ ৪র্থ মুন্সেফী আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম এ দায়ের করার পর মিস অগ্র ৭০/১৯৭৪ নম্বর হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়। অতপর ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে উক্ত মামলা সিনিয়র সহকারী জজ ১ম আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম এ বদলী করা হলে নতুনভাবে মিস (অগ্র) ৪৬/২০১৭ নম্বর হিসেবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৪/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ মতে মামলাটি বিচারের জন্য সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম এ বদলী করা হলে তথায় মিস অগ্র ৪৯/২০২১ নম্বর ধারণ করে।

৪) **দরখাস্তকারী পক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,**

প্রার্থীক ও ২-৪৭ নং প্রতিপক্ষগণ নালিশী ১ ও ২ নং হোল্ডিং এর শরীক হয়। তফসিল বর্নিত আর এস ১৩৬০ নং খতিয়ানের জমি ছাড়া অন্যান্য খতিয়ানের জমির মালিক ছিল আমির আলী ও নছরত আলী গং। তৎমতে তাদের নামে আর এস খতিয়ান হুড়ান্ত প্রচার আছে। নালিশী আর এস ১৩৬০ নং খতিয়ানের জমি ছিল নবিজান গং দের। তৎমতে তাদের নামে আর এস খতিয়ান হয়। আর এস রেকর্ডী আমির আলী মরনে মূল প্রার্থীক ফজল আহমদ এবং অপর পুত্র সোলতান আহমদ ও ২ কন্যা ছমন খাতুন ও মায়মুনা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আর এস ১৩৬০ খতিয়ানের রেকর্ডী নবিজান থেকে ফজল আহমদ খরিদসূত্রে মালিক হয়। ফজল আহমদ ও সোলতান আহমদ এর নামে বি এস খতিয়ান হয়। ছমন খাতুন এর স্বত্ব তৎ ওয়ারীশ হতে ফজল আহমদ এবং সোলতান আহমদ এর পুত্র জবুর আহমদ ১৯/০৩/১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখে ১৫০৭/১৫০৯/১৫১০ নং কবলামূলে খরিদ করেন। ফলে মূল প্রার্থীক নালিশী হোল্ডিং এ মৌরশীসূত্রে শরীকদান হন। **(০৩/১০/২০১৭ তারিখের সংশোধনী দরখাস্ত মতে)**

৫) অপরদিকে, নালিশী সম্পত্তিতে ১ নং প্রতিপক্ষ আগুন্তক হয়। ২ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীকের প্রতি কোনরুপ নোটিশ ইস্যু ছাড়াই গোপনে গত ২৯/০১/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে ৫৪৭ ও ৫৪৮ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত দানপত্র দলিল মূলে নালিশী ১/২ নং তফসিল বর্নিত সম্পত্তি ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত হস্তান্তরের বিষয়টি জনৈক হাজী দলিলর রহমানের নিকট হতে প্রার্থীক জানতে পেরে ১৯/০৭/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রি অফিসে তল্লাশীক্রমে অবগত হন। পরবর্তীতে ২২/০৭/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত দানপত্র কবলার সহি-মুহুরী নকল সংগ্রহ পূর্বক হস্তান্তরের বিষয়ে সম্যক অবগত হন।

৬) নালিশী জমি ২ নং প্রতিপক্ষ প্রকৃত অর্থে বিক্রয় করেছেন। প্রার্থীকের অগ্রক্রয়ের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য দানপত্র মর্মে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত উভয় দলিলে টাকা আদান প্রদান হওয়ায় নালিশী দলিল হস্তান্তর দলিল মর্মে গন্য হইবে। **(০৩/১০/২০১৭ তারিখের সংশোধনী দরখাস্ত মতে)**

৭) প্রার্থীপক্ষের দরখাস্তে আরো দাবি করা হয়েছে যে, ১ নং প্রতিপক্ষ নালিশী হোল্ডিং এ কোন শরীকদার নন, একজন আগুন্তক। তিনি কখনো নালিশী ভুমি দখল প্রাপ্ত হননি। প্রার্থীক একজন Bona fide Cultivator হয়। প্রার্থীকের নিকট মাত্র চার কানি জমি রহিয়াছে। মামলার জমি পেতে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রার্থীক ১/২ নং তফসিল বর্নিত হোল্ডিং এ শরীকদার হন। নালিশী ভুমি প্রার্থীপক্ষের অতীব প্রয়োজন। প্রার্থীক ১ নং প্রতিপক্ষকে পনের টাকা গ্রহন পূর্বক কবলা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে ১ নং প্রতিপক্ষ এবং তাহার পালক পিতা ২ নং প্রতিপক্ষ তাতে কোন কর্ণপাত করেননি। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীক অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন। প্রার্থীক নালিশী জোতে শরীকদার হওয়ায় **SAT Act 1950** এর ধারা ৯৬ মোতাবেক অগ্রক্রয়ের অধিকারী।

৮) **২৭/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখে আরজি সংশোধন মতে,** নালিশী জমির সাথে ১৯/০১/১৯৭৪ ইং তারিখের ৫৪২ নং দানপত্রের কোন সম্পর্ক নেই। উক্ত দানপত্রের তফসিলী ভুমির সাথে নালিশী জরিম কোন মিল নেই। প্রার্থীক উক্ত কবলার বিরুদ্ধে অগ্রক্রয় দাবি করেননি। মামলা দায়েরের বহু বছর পর মামলার বিষয় গোপন করিয়া প্রতিপক্ষগণ নিজ নামে নামজারি খতিয়ান নং ৩৮৭৩ সৃজন করেছেন। **(২৭/০৬/২০২২ তারিখের সংশোধনী দরখাস্ত মতে)**

৯) **অন্যদিকে, ১ নং প্রতিপক্ষ প্রার্থীপক্ষের অগ্রক্রয়ের দরখাস্তের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে,**

প্রার্থীপক্ষের মামলা বর্তমান আকারে ও প্রকারে অরক্ষনীয়; উক্ত মামলায় নালিশের কোন কারন উদ্ভব হয়নি ; প্রার্থীপক্ষের মামলা তামাদি দোষে বারিত এবং প্রার্থীকের এ মামলার করার কোন ***Locus standi*** নেই। প্রার্থীপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য এই যে, প্রার্থীক তর্কিত দানপত্রের বিষয়ে দানপত্রের তারিখ পর্যন্ত পূর্বাপর সম্যক অবগত ছিল ও আছে। প্রার্থীক তামাদি খন্ডনের জন্য মিথ্যা উক্তি করিয়াছে। অত্র প্রতিপক্ষ তার শৈশবে পিতৃহারা হন। তৎপর তাহার মাতা জনৈক জবুর আহমদ কে ২য় স্বামী হিসাবে গ্রহন করেন এবং এই প্রতিপক্ষ কে দুগ্ধ পোষ্য অবস্থায় তাহার বাড়িতে নিয়ে যান। জবুর আহমদ অত্র প্রতিপক্ষকে নিজের পুত্রের মত করে লালন পালন করতে থাকেন। অত্র প্রতিপক্ষ জবুর আহমদের আশ্রয়ে থেকে সাবালকত্ব অর্জন করেন। পরবর্তীতে উক্ত জবুর আহমেদ প্রার্থীক সহ অন্যান্য আত্নীয় স্বজনের সাথে পরামর্শক্রমে ২৪/০১/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে তফসিলোক্ত সম্পত্তি প্রকৃত বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্য নির্ধারনে ২ খানা রেজিষ্টার্ড দানপত্র দলিলমূলে অত্র প্রতিপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেন।

১০) ১ ও ২ নং তফসিলে জমির বর্তমান বাজার মূল্য যথাক্রমে ৪০,০০,০০০/- টাকা ও ১,০০,০০,০০০/- টাকা হবে। তর্কিত দানপত্র সম্পাদনের দিনই দানপত্র কার্যকর হয় এবং দানপত্র ভুক্ত জমিতে অত্র প্রতিপক্ষগনের পূর্ববর্তী আমলের বহু প্রাচীন বসতগৃহ স্থিত আছে। নালিশী সম্পত্তিতে অত্র প্রতিপক্ষগণ ভোগদখলে আছেন। দানপত্র দাতা জবুর আহমদ এর দানপত্রের স্বত্ব কামাল উদ্দীন এবং কামাল উদ্দীন মরনে অত্র প্রতিপক্ষগণ উত্তরাধিকারসূত্রে শরীকদার হন। জবুর আহমদ বাড়ি ভিটির অংশ

তৎ স্ত্রী গোলেস্তা আক্তার কে ২৯/০১/১৯৭৪ ইং তারিখে ৫৪২নং দানপত্রমূলে হস্তান্তর করেন। গোলেস্তা মরনে পুত্র কামাল উদ্দীন উক্ত দানপত্রভুক্ত সম্পত্তিসহ জবুর আহমদের সম্পত্তি এবং কামাল উদ্দীন মরনে অত্র প্রতিপক্ষগণ নালিশী ভুমিতে উত্তরাধিকারসূত্রে শরিকদার হন। **(০৭/০৬/২০২২ তারিখের সংশোধনী দরখাস্ত মতে)**

১১) প্রতিপক্ষের মামলার আরো বক্তব্য হলো, প্রার্থীক নিজে পরামর্শ দিয়ে ২ নং প্রতিপক্ষ কে অত্র প্রতিপক্ষের নামে তফসিলের জমি দানপত্র মূলে হস্তান্তর করিতে প্ররোচিত করেছিল। দানপত্র দলিলে জমির মূল্য বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম লিপি করতে পরামর্শ দিয়েছিল। দলিলে জমির মূল্য কম লিপির সুযোগে প্রার্থীক লোভের বশবর্তী হয়ে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে, প্রতিপক্ষ অত্র অগ্রক্রয়ের দরখাস্ত নামঞ্জুরের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১২) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয়সমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) প্রার্থীক নালিশী জোত বা হোল্ডিং এ সহ-শরীক কিনা ?

৫) প্রার্থীক প্রার্থিতমতে তফসিলী ভুমির অগ্রক্রয়ের অধিকারী কিনা ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

১৩) মামলা প্রমাণার্থে প্রার্থীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ **মোঃ সামছুদ্দিন (Pt.W.1)** ও **আমজাদ হোসেন (Pt.W.2)**। Pt.W.1 এর সাক্ষ্য প্রদানকালে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ২৯/০১/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখের ৫৪৭ এবং ৫৪৮ নং দানপত্রের সি.সি	প্রদর্শনী - ১ সিরিজ
২। আর এস ৮৮৬, ৩০১২, ৩০১১, ১২০২, ১১৪২ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। পি এস ১৩৬০/১ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৩
৩। বি এস ১৫৮৮, ২০৭৮, ৩১২২, ১৫১৯, ১৫৮৫, ৭৯, ১০৪৩ ও ১৫৮৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ৪ সিরিজ
৪। ১৯/০৩/১৯৭৩ তারিখের ১৫০৭ ১৫০৯, ১৫১০ নং কবলার আসল কপি	প্রদর্শনী-৫ সিরিজ

৫। ২২/০৭/১৯৭৪ ইংতারিখে উত্তোলিত ৫৪৭ ও ৫৪৮ নং দানপত্র কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৬ সিরিজ

১৪) অপরদিকে, প্রতিপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ **লতিফা আক্তার** (Op.W.1) ও **হারুন অর রশিদ** (Op.W.2)। Op.W.1 এর সাক্ষ্য প্রদানকালে কোন দালিলিক প্রমান দাখিল করেননি।

১৫) প্রার্থীপক্ষে মোঃ সামছুদ্দিন **(Pt.W.1)** এবং প্রতিপক্ষে **লতিফা আক্তার (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করতঃ যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে সাক্ষীগনের বক্তব্য সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক।

১৬) **Pt.W.1** তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি অত্র মামলার ১(ক)(ক) নং প্রার্থীক। তিনি নিজ অন্য সকলের পক্ষে জবানবন্দি দিচ্ছেন। নালিশী ভুমিতে তাদের পিতা এবং বর্তমানে তারা ও ২-৪৭ নং প্রতিপক্ষগণ শরীকদার হন। ১ নং প্রতিপক্ষ নালিশী জোতে আগুন্তক হয়। ২ নং প্রতিপক্ষ তাদের অজান্তে ও অজ্ঞাতে কোন নোটিশ না দিয়ে ১৯/০১/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে ৫৪৭ ও ২৮/০১/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখের ৫৪৮ নং দানপত্রমুলে নালিশী সম্পত্তি ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত হস্তান্তর প্রকৃতপক্ষে দান নয়, বিক্রয় ছিল কেননা ১ নং প্রতিপক্ষ ২ নং প্রতিপক্ষের কেউ নয়। তার দাদা ২২/০৭/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস হতে তর্কিত কবলার সহিমুহুরী নকল নিয়ে হস্তান্তর বিষয়ে সম্যক অবগত হন।

১৭) **Pt.W.1** তার জবানবন্দিতে আরো বলেন যে , আর এস ১৩৬০ খতিয়ানের জমি ছাড়া ও অন্যান্য খতিয়ানের জমি আমির আলী ও নছরত আলী গংদের ছিল। তাদের নামে আর এস খতিয়ান প্রচার আছে। আমির আলী মরনে প্রার্থীক ফজল আহমদ ও অপর পুত্র সুলতান আহমদ এবং ০২ কন্যা সমনা ও মায়মুনা ওয়ারীশ থাকে। আর এস রেকর্ডী নবীজান থেকে ফজল আহমদ খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়। ফজল আহমদের নামে বি এস চুড়ান্ত প্রচার আছে। সমন খাতুনের ওয়ারীশ থেকে মূল প্রার্থীক ফজল আহমদ ও সুলতান আহমদের পুত্র ২ নং প্রতিপক্ষ ১৯/০৩/১৯৭৩ সনে ১৫০৭, ১৫০৯, ১‘৫১০ নং কবলামুলে খরিদ করেন। এভাবে ফজল আহমদ নিজে বি এস রেকর্ডী এবং মৌরশীসূত্রে শরীকদার হন। মূল প্রার্থীকের মৃত্যুতে তারা ওয়ারীশ হন। জবানবন্দিতে তিনি আরো বলেন যে, ১ নং প্রতিপক্ষ আগুন্তক। ২ নং প্রতিপক্ষের পালক পুত্র। তারা ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট টাকা যাচনা করা স্বত্বেও আপোষে না দেয়ায় অত্র মামলা করেছেন। নালিশী ভুমি তাদের খুবই প্রয়োজন। অন্যাদিকে ১ নং প্রতিপক্ষের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্নিত বক্তব্যসমূহ অস্বীকার করেন।

১৮) **Pt.W.1 কে প্রতিপক্ষ জেরা করেছেন**। জেরাতে তিনি বলেন যে, ২ নং প্রতিপক্ষ জবুর আহমদ তার জেঠা হয়। জবুর আহমদের স্ত্রী গোলেস্তা বেগম। তিনি ১ নং প্রতিপক্ষের মাতা কিনা এবং কামাল

উদ্দিনের পিতা আহমদ মিয়ার মৃত্যুর পর গোলেস্তা বেগম জবুর আহমদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে কিনা তা তার জানা নাই। কামাল উদ্দিন শিশু কাল হতে জবুর আহমদের প্রতিপাল্যে বড় হয়েছে কিনা তা তার জানা নাই। জবুর আহমদ তার বসতভিটি গোলেস্তা বেগম কে দান করেছে কিনা জাননে না। কামাল উদ্দিন মৌরশীসূত্রে বসতবাড়ি পেয়েছে কিনা জানেন না। নালিশী ভুমি পুকুর মাঠ ও নাল ভুমি। নালিশী ভুমি জবুর আহমদ আমৃত্যু দখলে থেকে মরনে স্ত্রী গোলেস্তা পায়। সত্য নয় যে গোলেস্তা মরনে নালিশী ভুমি পুত্র কামাল উদ্দিন প্রাপ্ত হয়। তিনি বলেন যে গোলেস্তা মরনে নালিশী ভুমি তারা দখল করেন। জবুর আহমদ ১৯৭৪ সনে কামাল উদ্দিন কে দান করার কালে তার বাবা ও দাদা উপস্থিত ছিল। সত্য নয় যে, তার বাবা ও দাদার সাথে পরামর্শ করে জবুর আহমদ দান করেছিল। ১ কানি ১৩.৫ গন্ডা ভুমির জন্য মামলা করেছেন। পুকুর ১০.৫ গন্ডা, বাগান ২ গন্ডা বাকি ২২ গন্ডা নাল। সত্য নয় যে, ২৪/০১/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখের দানপত্র মূলে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর না হওয়ায় অত্র মামলা অচল।

১৯) **Pt.W.2 আমজাদ হোসেন** তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি উভয়পক্ষ ও নালিশী ভুমি চেনেন। নালিশী জমিতে সামছুদ্দিনের পুকুর ও নাল জমি আছে। নালিশী জমি প্রার্থীপক্ষের দরকার। জেরাতে তিনি বলেন যে, প্রতিপক্ষদের চেনেন। তাদের বাবাকে এ জায়গায় পালক হিসাবে এনেছেন। প্রতিপক্ষ মামলার জায়গাতে থাকে না। ১ কানি জায়গা নিয়ে মামলা। প্রতিপক্ষের ঘর এক কোনাতে। লাতিফার বাবাকে কোন কোন দাগের জায়গা দান করেছে তা বলতে পারবেন না। মামলা জমিতে প্রতিপক্ষের ঘর নেই। লতিফার বাবা দানমূলে যে জায়গা পেয়েছে সেই জায়গাতেই তারা আছে। লতিফাদের ঐ বাড়ি ছাড়া আর কোন বাড়ি নেই। সত্য নয় যে, নালিশী জমি প্রার্থীপক্ষের দরকার। প্রতিপক্ষের দরকার নেই।

২০) **প্রতিপক্ষের সাক্ষী লতিফা আক্তার (Op.W.1)** তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ১(খ) নং প্রতিপক্ষ। অন্যান্য প্রতিপক্ষ তার ভাইবোন। নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিল জবুর আহমদ। জবুর আহমদ মোঃ কামাল উদ্দিনের মাতাকে বিবাহ করে। জবুর আহমদ কামাল উদ্দিন কে পুত্র হিসাবে লালন পালন করতে থাকেন। জবুর আহমদ অত্র মামলার প্রার্থীক ও অন্যান্য শরীকের পরামর্শে তফসিলোক্ত সম্পত্তি বিগত ২৪/০১/১৯৭৪ ইং তারিখে ৫৪৭ ও ৫৪৮ নং দানপত্র মূলে তার পিতা বরাবর নালিশী সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। তার পিতার পর তারা নালিশী ভুমিতে দখলে আছেন।তার পিতার নামে নামজারি হয়েছে। নালিশী ভুমিতে তারা দানপত্র মূলে শরীক। উক্ত দানপত্র মূলে কামাল উদ্দিন ভোগদখলে ছিলেন। সত নয় যে নালিশী ভুমিতে তারা দখল প্রাপ্ত হননি। সত্য নয় যে তারা নালিশী ভুমির শরীক প্রজা নন।

২১) **Op.W.1 তার জেরাতে বলেন যে ,** বি এস খতিয়ানে তার বাবার নাম আছে। তার পিতা দুইটা দানপত্র মূলে জমি পেয়েছে। দানপত্রের আগে শরীকদার দের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। দানপত্রের জমি শরীকদারদের মধ্যে ভাগ হয়েছে কিনা জানেন না। পরে বলেন ভাগ করে তার বাবা কে জমি দিয়েছে।

লিখিত বাটোয়ারা হয়েছে কিনা জানেনা। পরে বলেন হয়েছে। সত্য নয় কোন লিখিত বাটোয়ারা হয়নি। তিনি জেরাতে আরো বলেন তারা ১৪ টি দাগে দখল করেন। সত্য নয় যে তার পিতা আগুন্তক হয়। তিনি আরো বলেন যে উক্ত জমি তারা চাষাবাদ করে খান। সত্য নয় যে নালিশী জমিতে তার পিতা দখল পায়নি। সত্য নয় যে কবলার আগে তার পিতা কোন নোটিশ দেয়নি। সত্য নয় যে, অগ্রক্রয়ের অধিকার খর্ব করার জন্য ফেরবী উপায়ে দানপত্র দলিল সৃজন করেছে। তিনি আরো বলেন তার পিতা টাকা দিয়ে খরিদ করেননি তাকে দানপত্র দিয়েছে। তিনি আরো বলেন তার পিতা পালকপুত্র ছিল।

২২) **Op.W.2 তার জবানবন্দিতে বলেন যে,** লতিফার বাবা তার আপন ভ্রাতা। তাকে নালিশী ভুমিতে পালক এনেছিল। সেই থেকে লতিফারা সেই জায়গায় থাকে। তারা নালিশী জমিতে ভোগদখলকার আছে। জেরাতে তিনি বলেন যে কামাল উদ্দিন তার ছোট ভাই। ১৪/০১/১৯৭৪ ও ২৮/০১/১৯৭৪ সনের দানপত্রের কোন নোটিশ শরীকদারদের দেওয়া হয়েছে কিনা তা তার জানা নেই। তিনি বলেন যে দানপত্র করার এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি শুনেছেন। তার ভাই তাকে বলেছে। তাদের মধ্যে পরামর্শ হয়। সত্য নয় নালিশী জমি গোপনে তার ভ্রাতা এক নং প্রতিপক্ষ কে দিয়েছে। সত্য নয় নালিশী জমি প্রার্থীকের অত্যন্ত দরকার। নালিশী দাগে কিছু অংশে প্রতিপক্ষের ঘরবাড়ি আছে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

২৩) **বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২ ঃ**

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি এই দুইটি বিষয় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে অবতারনা করেননি। তা স্বত্বেও, অত্র মামলায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাঁতে এই দুইটি বিষয় আলোচনা হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি।

প্রার্থীপক্ষ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ধারা ৯৬ এর অধীন অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেছেন, যেখানে প্রার্থীপক্ষ নালিশী জোতের একজন উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-শরীক দাবি করিয়া তফসিল বর্নিত হস্তান্তরিত ভুমি অগ্রক্রয়ের প্রার্থনা করেছেন, যাহা অত্র আদালতের বিচারের এখতিয়ারাধীন। প্রার্থীপক্ষ আইনানুযায়ী তর্কিত কবলার প্রকৃত পণ সহ নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের টাকা চালান মূলে আদালতে জমা প্রদান করেছেন। দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

২৪) প্রার্থীপক্ষের অগ্রক্রয়ের দরখাস্ত বর্নিত বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। প্রার্থীপক্ষের বক্তব্যমতে, প্রার্থীকগন নালিশী জোতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-শরীক হন। ২ নং প্রতিপক্ষ অতি গোপনীয়তায় প্রার্থীকগনের প্রতি কোনরুপ নোটিশ না দিয়ে নালিশী সম্পত্তি গত ২৯/০১/১৯৭৪ ইং তারিখের ৫৪৭ ও ৫৪৮ নং রেজিষ্ট্রিকৃত হেবানামা দলিল মুলে ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেন। হস্তান্তরের এই বিষয়টি প্রার্থীক ২২/০৭/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত দানপত্র কবলার সহি-মুহুরী নকল সংগ্রহ পূর্বক হস্তান্তর বিষয়ে ছড়ান্তভাবে অবগত হন। প্রার্থীপক্ষ নালিশী কবলার পণের টাকা সহ ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা আগুন্তক ১ নং প্রতিপক্ষকে যাচনা করিয়া কবলা রেজিষ্ট্রি চাইলে, ১ নং প্রতিপক্ষ কবলা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এভাবে উক্ত তর্কিত হস্তান্তরটি প্রার্থীপক্ষকে অগ্রক্রয়ের দরখাস্ত আনয়নে বাধ্য করেছে। প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে, দাতা যখন রেজিস্টার্ড দানপত্রমূলে নালিশী সম্পত্তি ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেছে তখনই অত্র মামলার কারণ উদ্ভব হয়েছে। হস্তান্তরের এই বিষয়টি প্রতিপক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃত নয়। প্রতিপক্ষ এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমান উপস্থাপন করতে পারেনি যা থেকে এরুপ ধারনা আসে যে, অত মামলার দায়েরের কারন প্রার্থীপক্ষের দাবিকৃত তারিখে নয়, বরং ভিন্ন কোন তারিখ হতে উদ্ভুত হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মামলা রুজুর পেছনে প্রার্থীপক্ষের যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উপরিবর্নিত আলোচনার প্রেক্ষিতে, ১ ও ২ নং বিচার্য বিষয়দ্বয় প্রাথীপক্ষের অনূকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৫) <u>বিচার্য বিষয় নং-৩ ঃ</u>

" অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কিনা ?"

প্রতিপক্ষ তাহার লিখিত আপত্তিতে তামাদির প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। যেহেতু অগ্রক্রয়ের মোকদ্দমা রক্ষনীয়তার ক্ষেত্রে তামাদির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেকারনে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করার আবশ্যকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৯৬ ধারার বিধান মতে, যেক্ষেত্রে ৮৯ ধারার বিধানমতে নোটিস ইস্যু করা হয়, সেক্ষেত্রে একজন সহ-অংশীদার কর্তৃক অগ্রক্রয়ের দরখাস্ত, উক্ত নোটিশ জারির ০৪ মাস সময়কালের মধ্যে আনয়ন করতে হবে অথবা যদি ৮৯ ধারার বিধানমতে কোন নোটিশ ইস্যু করা না হয়, সেক্ষেত্রে হস্তান্তরের বিষয়ে জ্ঞাত হবার তারিখ হতে ০৪ মাস সময়ের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।

প্রার্থীপক্ষের সুনিদিষ্ট অভিযোগ হলো, প্রার্থীকের প্রতি কোন ধরনের নোটিশ ব্যাতিরেকে ২ নং প্রতিপক্ষ নালিশী সম্পত্তি হস্তান্তর করেছে। প্রতিপক্ষ যে প্রার্থীপক্ষের প্রতি নোটিশ ইস্যু করেছেন, তৎসমর্থনে প্রতিপক্ষ কোন সাক্ষ্য প্রমান হাজির করতে পারেননি। এ অবস্থায় এরুপ অনুমিত হয় যে, প্রার্থীপক্ষের প্রতি কোন নোটিস ইস্যু করা হয়নি।

প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী **প্রদর্শনী-১ সিরিজ** পর্যালোচনায় দেখা যায়, তর্কিত দানপত্র কবলাদ্বয়ের রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হয় ২৯/০১/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে। প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন ২২/০৭/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত কবলাদ্বয়ের সহিমুহুরী নকল সংগ্রহক্রমে উক্ত হস্তান্তর বিষয়ে সম্যক অবগত হয়েছেন। প্রদর্শনী-৬ সিরিজ হতে প্রার্থীপক্ষের এরুপ দাবির উহার সত্যতা পাওয়া যায়। প্রতীয়মান হয় যে, ২২/০৭/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখেই প্রার্থীপক্ষের অগ্রক্রয়ের অধিকার জন্মেছিল। অত্র মামলা দায়ের হয় ২২/০৮/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে। অর্থাত প্রার্থীপক্ষ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই মামলাটি দায়ের করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায়, অত্র মামলাটি তামাদি দ্বারা বারিত মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নম্বর -৩ প্রার্থীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৬) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" প্রার্থীক নালিশী জোত বা হোল্ডিং এ সহ-শরীক কিনা ?"

প্রার্থীপক্ষ নালিশী জোতে ওয়ারীশ ও খরিদসূত্রে সহ-শরীক হবার দাবি করেছেন। যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে প্রতিপক্ষও এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেনি। অর্থাত প্রার্থীকের নালিশী জোতে শরীকদার হবার বিষয়টি তারা স্বীকার করেছেন। তথাপি প্রার্থীক নালিশী জোতে প্রকৃতপক্ষে শরীকদার কিনা তা উপস্থাপিত দালিলিক সাক্ষ্য নিরিখে দেখে নেওয়া যাক।

Pt.W.1 ২৯/০১/১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত তর্কিত দানপত্র কবলাদ্বয় প্রদর্শনী -১ ও প্রদর্শনী-১(ক) আদালতে দাখিল করেছেন। ৫৪৭ নং দানপত্র কবলা (প্রদর্শনী-১) হতে দেখা যায়, উক্ত কবলা মাধ্যমে আর এস ২০১২ ও ৩০১১ নং খতিয়ানভুক্ত $২১\frac{১}{৪}$ শতক ভুমি হস্তান্তরিত হয়েছিল। একইভাবে ৫৪৮ নং দানপত্র কবলা প্রদর্শনী-১(ক) দ্বারা আর এস ১২০২, ১১৪২, ১৩৬০ ও ৮৮৬ নং খতিয়ান আন্দরে ৪৫ শতক সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। দলিল দৃষ্টে, উক্ত ৪৫ ভুমি ১ নং প্রতিপক্ষ আর এস ১১৪২ ও আর এস ১৩৬০ খতিয়ানে ৫৪০০ ও ৬৭২৪ দাগে আপোষে দখল দেওয়া হয়েছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। O.P.W.1 তার জবানবন্দি এবং ০৭/০৬/২০২২ খ্রিঃ তারিখের আপত্তি সংশোধনীতে স্পষ্ঠত স্বীকার করেছেন যে, উক্ত দানপত্র দলিলমূলে ১ নং প্রতিপক্ষ কামাল উদ্দিন দখল পেয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, উক্ত তর্কিত দানপত্রদ্বয় আইনানুগভাবে কার্যকর হয়েছিল।

২৭) **Pt.W.1** দাবি করেছেন যে, নালিশী সম্পত্তির আর এস ১৩৬০ খতিয়ান ছাড়া অন্যান্য খতিয়ানের মালিক ছিল আমির আলী ও নছরত আলী। প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী আর এস ৮৮৬, ৩০১২, ৩০১১, ১২০২, ১১৪ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ২, ২(ক)-২(ঘ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে আমির আলী ও নছরত আলী মালিক ছিলেন। এছড়া নালিশী আর এস ১৩৬০ খতিয়ানে সামিল পি.এস ১৩৬০/১ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২(ঙ) হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানের অন্যানোর সাথে প্রার্থীক ফজল আহমদ মালিক ছিলেন। প্রার্থীপক্ষ হতে দাখিলীয় ১৯/০৩/১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখের ১৫০৭/১৫০৯/১৫১০ নং কবলা **প্রদর্শনী- ৫ সিরিজ** হতে দেখা যায়, ফজল আহমদ ও সুলতান

আহমদ নালিশী আর এস ১২০২ ও ১১৪২ খতিয়ানূভক্ত কিছু সম্পত্তি খরিদ করেছেন। প্রার্থীপক্ষ আরো দাবি করেন যে, প্রার্থীক ফজল আহমদ মৌরশী ও খরিদসূত্রে নালিশী জোতে শরীকদার হন। তাহার নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। দাখিলী বি এস ১৫৮৮/২০৭৮/৩১২২/১৫১৯/১৫৮৫/৭৯/১০৪৩ ও ১৫৮৬ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদ- ৪ সিরিজ হতে দেখা যায়, উক্ত ফজল আহমদ আহমদের নাম বি এস জরিপে শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়েছে। এ সমস্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, মূল প্রার্থীক ফজল আহমদ নিজে বি এস রেকর্ডী এবং ওয়ারীশ সূত্রে নালিশী জোতে শরীকদার হন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রার্থীক ফজল আহমদ নালিশী জোত বা হোল্ডিং এ একজন শরীকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৮) উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে, আমির আলী মরনে প্রার্থীক ফজল আহমদ ও অপর পুত্র সুলতান আহমদ এবং ০২ কন্যা সমনা ও মায়মুনা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। প্রার্থীক ফজল আহমদ মরনে ০৩ পুত্র মোঃ ইব্রাহিম, মোঃ ইসমাইল ও মোঃ ইসহাক ও ১ স্ত্রী কুলসুমা খাতুন অর্থাত ১(ক)-১(ঘ) নং প্রার্থীকগণ ওয়ারীশ হয়। পরবর্তীতে ১(ক), ১(খ) ও ১(গ) নং স্থলাভিষিক্ত প্রার্থীকের মৃত্যুতে ১(ক)(ক)-১(ক)(ঝ), ১(খ)(ক)-১(খ)(ঘ) ও ১(গ)(ক)-১(গ)(জ) নং প্রার্থীকগণ স্থলাভিষিক্ত হন। উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে , মামলার ২ নং প্রতিপক্ষ জবুর আহমদ প্রার্থীকের ভ্রাতা সুলতান আহমদের পুত্র হয় এবং ১নং প্রতিপক্ষ মুহাং কামাল উদ্দিন ২ নং প্রতিপক্ষের পালক পুত্র হয়। ১ নং প্রতিপক্ষের প্রকৃত পিতা ছিলেন জনৈক আহাম্মদ মিয়া। মূলত ১ নং প্রতিপক্ষ হলো জবুর আহমদের স্ত্রীর ১ম ঘরের সন্তান। ১ নং প্রতিপক্ষ মোঃ কামাল উদ্দিনের মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশ ১(ক)-১(চ) নং প্রতিপক্ষ তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়।

২৯) নালিশী জোতে প্রার্থীকের সহ-শরীক হবার বিষয়ে প্রতিপক্ষের কোন আপত্তি না থাকলেও প্রার্থীপক্ষ অগ্রক্রয়ের অধিকারী নন মর্মে প্রতিপক্ষ জোরালো দাবি করেছেন।

প্রথমত , প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, যেহেতু অত্র মামলার নালিশী সম্পত্তি ২ নং প্রতিপক্ষ ১ নং প্রতিপক্ষ বরাবর প্রদর্শনী -১ ও ১(ক) দানপত্র মূলে হস্তান্তর করেছেন সেহেতু দানমূলে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অগ্রক্রয়ের দরখাস্ত চলবে না। প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রতিপক্ষের এরুপ দাবি অস্বীকারপূর্বক নিবেদন করেন যে, তর্কিত দানপত্র কবলার দাতার সাথে গ্রহীতার কোন রক্তসম্পর্ক না থাকায় এরুপ দানপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রক্রয়ের দরখাস্ত চলবে। বিজ্ঞ কৌসুলি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ৯৬(১০)(গ) এর বিধান এখানে প্রযোজ্য হবে না মর্মে দাবি করেন।

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইনের ধারা ৯৬(১০) (গ) এ বলা আছে যে-

(১০)“ এই ধারার কোন কিছুই নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না-

------- **“(গ) উইল দাতা বা দাতার স্বামী বা স্ত্রী, উইলদাতা বা দাতার তিন ডিগ্রীর মধ্যে রক্তের সম্বন্ধে আত্বীয়ের অনূকুলে সৃষ্ট উইল বা দান হেবাসহ তবে অর্থের বিনিময়ে সৃষ্ট হেব-বিল এওয়াজ অন্তর্ভূক্ত নয়)।”**

৩০) অত্র মামলায় দেখা যায়, তর্কিত দুইটি কবলার হস্তান্তর দাতা একই অর্থাত ২ নং প্রতিপক্ষ জবুর আহমদ এবং গ্রহীতা ১ নং প্রতিপক্ষ মুহাং কামাল উদ্দিন। ইহা স্বীকৃত যে, কামাল উদ্দিন জবুর আহমদের স্ত্রী গোলেস্তা বেগমের পূর্বের ঘরের সন্তান এবং কামাল উদ্দিন কে জবুর আহমেদ পালক পুত্র হিসাবে লালন পালন করেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, ১ নং প্রতিপক্ষ গ্রহীতা মোঃ কামাল উদ্দিন দাতা জবুর আহমদের তিন ডিগ্রীর মধ্যেকার কোন রক্ত সম্বন্ধীয় আত্বীয় নন। দাখিলী বি এস খতিয়ান সমূহে কামাল উদ্দিনের কোন নাম নেই । সুতরাং স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে, ১নং প্রতিপক্ষ নালিশী জোতে সম্পূর্ণ একজন আগুন্তক ব্যাক্তি। দানপত্র মূলে নালিশী সম্পত্তি হস্তান্তরিত হলেও দাতার সাথে গ্রহীতার কোনরুপ রক্ত সম্বন্ধ না থাকায় অথবা তিন ডিগ্রীর মধ্যেকার আত্বীয় না হওয়ায় এরুপ দানপত্র মূলে হস্তান্তর অগ্রক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নয় বলে আমি বিবেচনা করি।

৩১) দ্বিতীয়ত, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি খুব জোরালোভাবে নিবেদন করেন যে, জবুর আহমদ এর তর্কিত দানপত্রের স্বত্ব কামাল উদ্দিন পায় এবং জবুর আহমদ কর্তৃক তৎ স্ত্রী গোলেস্তা বেগমকে ২৯/০১/১৯৭৪ ইং তারিখে ৫৪২ নং দানপত্রের স্বত্বও কামাল উদ্দিন পায়। উক্ত কামাল উদ্দিন মরনে ১(ক)-১(চ) প্রতিপক্ষগণ উত্তরাধিকার সূত্রে নালিশী জোতে শরীকদার হয়েছেন। বিজ্ঞ কৌসুলির মূল দাবি হলো যেহেতু মামলা চলাবস্থায় অত্র ১(ক)-১(চ) প্রতিপক্ষগণ নালিশী জোতে ওয়ারীশসূত্রে শরীকদার হয়েছেন এবং প্রতিপক্ষগনের নামে পৃথক বি এস নামজারি খতিয়ান নং ৩৮৭৩ সৃজিত হয়েছে সুতরাং অত্র অগ্রক্রয়ের মামলা তিনি নামঞ্জুরের প্রার্থনা করেছেন। বিজ্ঞ কৌসুলি তৎ দাবি সমর্থনে **35 DLR (AD) 54** তে প্রকাশিত মামলার সিদ্ধান্ত বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৩২) অপরদিকে, প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কথিত ৫৪২ নং দানপত্র দলিলে উল্লেখিত ভুমির সাথে নালিশী খতিয়ানের ভুমির কোন মিল নেই মর্মে দাবি করেন। এছাড়া তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন মামলার বিষয় গোপন করে প্রার্থীক কে নোটিশ না দিয়ে কথিত নামজারি খতিয়ান সৃজনের অভিযোগ করেন এবং উহা অগ্রহনযোগ্য মর্মে দাবি করেন। বিজ্ঞ কৌসুলি আরো নিবেদন করেন যে, অগ্রক্রয়ের আবেদন করার পরবর্তীতে নালিশী জোতে ১ নং প্রতিপক্ষের ওয়ারীশগণ উত্তরাধিকারসূত্রে সহশরীক হলেও তা প্রার্থীকের অগ্রক্রয়ের অধিকারে কোন প্রভাব ফেলবে না।

৩৩) উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দালিলিক প্রমান পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিপক্ষ মামলা দায়েরের ৪৮ বছর পর আপত্তি সংশোধনক্রমে কামাল উদ্দিনের মাতা গোলেস্তা বেগম এর নামীয় ৫৪২ নং দানপত্র দলিলের অবতারনা করলেও উক্ত দলিল আদালতে দাখিল করেননি। এ প্রেক্ষিতে কথিত দানপত্র দলিলের সম্পত্তির সাথে নালিশী তফসিলোক্ত সম্পত্তির কোন মিল নেই বলে প্রতিপক্ষ দাখিল করেননি বলে আমি মনে করি। আবার প্রতিপক্ষ নামজারি খতিয়ান ও আদালতে দাখিল করেননি। যেহেতু উক্ত নামজারি খতিয়ান মামলা চলাবস্থায় প্রতিপক্ষের নামে সৃজিত হয়েছে সুতরাং উক্ত খতিয়ান দ্বারা প্রার্থীকের অগ্রক্রয়ের অধিকার ভুলণ্ঠিত হবে না। এ সম্পর্কে **6 BLD 160** এ প্রকাশিত মামলার গৃহীত সিদ্ধান্ত

প্রণিধানযোগ্য। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, **" Once right of pre-emption has been accrued to a co-sharer in a holding cannot be defeated by subsequent subdivision of the holding. The right of pre-emption is not affected by the ex-parte order of sub-division of holding during the pendency of pre-emption proceeding . [BCR 1981 (AD) 195]** সার্বিক বিবেচনায় মামলা চলাবস্থায় প্রতিপক্ষের নামে পৃথক নামজারি খতিয়ান সৃজন প্রার্থীকের অগ্রক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা হবে না মর্মে আমি বিবেচনা করি।

৩৪) এখন আসি, মামলা চলাবস্থায় ১ নং প্রতিপক্ষের মৃত্যুতে ১(ক)-১(চ) নং প্রতিপক্ষগণ নালিশী জোতে উত্তরাধিকার সূত্রে শরীকদার হওয়ায় প্রার্থীক অগ্রক্রয়ের অধিকার বঞ্চিত হবেন কিনা ?

১ নং প্রতিপক্ষ তাদের দাবির সমর্থনে **35 DLR (AD) 54** তে প্রকাশিত মামলার যে সিদ্ধান্ত বিবেচনার আবেদন করেছেন তার মূল বক্তব্য হলো যে, নালিশী জোতে পিতা একজন সহশরীক থেকে সম্পত্তি কিনেছেন। পরবর্তীতে পিতার মৃত্যুতে তার পুত্রগন উক্ত সম্পত্তির মালিক হন। উক্ত প্রতিপক্ষ/পুত্রগণের নিকট যখন নালিশী জোতের অন্য সহশরীক নালিশী সম্পত্তি বিক্রয় করে এবং তৎপ্রেক্ষিতে অগ্রক্রয়ের মামলা হয়, তখন পুত্রগণ নালিশী জোতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহশরীক হন বিধায় অগ্রক্রয়ের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়।

৩৫) কিন্তু উক্ত মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এ মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা অত্র মামলার ঘটনা উপরোক্ত মামলার ঘটনা থেকে ভিন্ন। ইহা সত্য যে, ১ নং প্রতিপক্ষের মৃত্যুতে তার ওয়ারীশগণ অর্থাত ১(ক)-১(চ) নং প্রতিপক্ষ নালিশী জোতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহশরীক হয়েছেন। কিন্তু অত্র মামলায় মূল প্রতিপক্ষ ছিলেন তাদের পিতা ১ নং প্রতিপক্ষ যিনি নালিশী জোতে একেবারে আগুন্তক ছিলেন। মামলা চলাবস্থায় তার মৃত্যুর ফলে পরবর্তীতে তাহার ওয়ারীশগণ নালিশী জোতে সহ-শরীকত্ব অর্জন করলেও উহা প্রার্থীকের অগ্রক্রয়াধিকার কে পরাজিত করিবে না। **এ সম্পর্কে 53 DLR (AD) 67 এ প্রকাশিত মামলার সিদ্ধান্ত প্রনিধানযোগ্য। উক্ত মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, " right of pre-emption acrued to the pre-emptor is not affected by subsequent acquiosition of co-sharership by the pre-emptee"** অর্থাত প্রার্থীকের অগ্রক্রয়ের অধিকার জন্মবার পরবর্তীতে যদি প্রতিপক্ষ নালিশী জোতে সহ-শরীকত্ব অর্জন করেন সেক্ষেত্রে প্রার্থীকের অগ্রক্রয়ের অধিকার নষ্ট হবে না।

৩৬) আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অগ্রক্রয়ের দরখাস্ত দায়েরের সময়ে যার যে পজিশন তা সবসময় অপরিবর্তিত বা অটুট থাকবে। পরবর্তীতে কারো পজিশন পরিবর্তন হলে উক্ত পরিবর্তিত পজিশনের কারনে তাদের মূল পজিশনের কোন পরিবর্তন হবে না। অত্র মামলায় ১ নং প্রতিপক্ষ নালিশী জোতে একজন আগুন্তক ছিলেন। মামলা চলাবস্থায় তাহার মৃতুতে তাহার ওয়ারীশগণ নালিশী জোতে

উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-শরীক হলেও মূলত তাদের পিতা ১ নং প্রতিপক্ষের মূল পজিশনই এখানে বিবেচ্য হবে। অর্থাত নালিশী জোতে প্রতিপক্ষ একজন আগুন্তক ইহা বিবেচনায় নিতে হবে। **এ বিষয়ে 6MLR (AD) 92 পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মামলার সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য হতে পারে বলে আমি মনে করি। উক্ত মামলায় সিদ্ধান্ত ছিল এরকম " the original pre-emptor being dead , his legal heirs becoming c-oshareres by inheritance during pendency of case cannot alter the original position what actually was at the time of filing of application"**। সুতরাং মামলা চলাবস্থায় ১ নং প্রতিপক্ষের মৃত্যুতে ১(ক)-১(চ) প্রতিপক্ষগণ নালিশী জোতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-শরীক হিসাবে আবির্ভূত হলেও তাদের উক্ত পজিশন তাহার পিতার মূল পজিশন কে কখানো পরিবর্তন করতে পারবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি মামলা চলাবস্থায় ১ নং প্রতিপক্ষের মৃত্যুতে ১(ক)-১(চ) প্রতিপক্ষগণ নালিশী জোতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-শরীক হওয়ায় প্রার্থীক অগ্রক্রয়ের অধিকারী নন মর্মে যে দাবি করেছেন তা অগ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

সার্বিক বিবেচনায়, প্রার্থীক নালিশী হোল্ডিং বা জোতে সহশরীক হন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। উক্তমতে বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ প্রার্থীপক্ষের অনুকূলে নিস্পত্তি করা হলো।

৩৭) বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ঃ

" প্রার্থীক প্রার্থিত মতে তফসিলী ভুমির অগ্রক্রয়ের অধিকারী কিনা ?"

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহা স্পষ্ঠ যে, প্রার্থীক হস্তান্তরিত সম্পত্তির নালিশী হোল্ডিং বা জোত জমায় বি এস রেকর্ড সূত্রে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-শরীক। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৯৬ ধারার বিধান মতে নিঃসন্দেহে প্রার্থীক অগ্রক্রয়ের অধিকারী মর্মে আমি বিবেচনা করি। বিধায় প্রার্থীক অত্র মামলায় প্রার্থিত প্রতিকার পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর-৫ প্রার্থীপক্ষের অনুক্কলে নিস্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অগ্রক্রয়ের প্রার্থনায় আনীত অত্র মিস মোকদ্দমা ১(ক)-১(চ) নম্বর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অপরাপর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হইল।

প্রার্থীপক্ষ নালিশী ১ ও ২ নং দলি ‘‘লের তফসিল বর্নিত (২১$\frac{১}{২}$ + ৪৫) = ৬৬$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি অগ্রক্রয়ের অধিকারী হইবেন। এতদ্বারা গত ইং ২৯/০১/১৯৭৪ তারিখে ৫৪৭ ও ৫৪৮ নম্বর অগ্রক্রয়াধীন দানপত্র দলিলে হস্তান্তর গ্রহীতা ১ নম্বর প্রতিপক্ষের বিদ্যমান অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ সর্বপ্রকার দায়মুক্ত অবস্থায় ১(ক-ক)-১(ক-ঝ)/১(খ-ক)-১(খ-ঘ)/১(গ-ক)-১(গ-জ)/১(ঘ) নম্বর দরখাস্তকারীগণের অনুকূলে বর্তাইল।

আগামী ৬০ দিবসের মধ্যে ১ নং প্রতিপক্ষকের স্থলাভিষিক্ত ওয়ারীশ ১(ক)-১(চ) নং প্রতিপক্ষকে অগ্রক্রয়াধীন সম্পত্তির দখল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। ১(ক)-১(চ) নং প্রতিপক্ষগণ অগ্রক্রয়াধীন মূল দানপত্র দলিল আদালতে দাখিল করত চালানমুলে গচ্ছিত টাকা উঠাইয়া লইতে পারিবে।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।